দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হবে না

বিভিন্ন সংগঠনের সভা ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইসলামী শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ফাজিল কামিলের মান-নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী অব্যাহত রয়েছে। গতকাল (শনিবার) রাজধানীতে অনুষ্ঠিত সভায় এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অবিলম্বে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পদক্ষেপ এদেশের মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক, ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ জনতা কোনভাবেই মেনে নেবেন না। সভায় সভাপতির ২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বক্তৃতায় কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, বিশেষ মহলের প্ররোচনায় সরকার যদি মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে তাহলে সেটা হবে বিএনপির একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক ভুল। তিনি বলেন, সরকার যদি দেশের আলেম-ওলামা এবং তৌহিদী জনতার পৌনে এক শতাব্দীর প্রাণের দাবী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে দেশে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠবে। তখন সরকারের পক্ষে তা সামাল দেয়া সম্ভব হবে না।

সভায় বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ, মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, মুফতী ওয়াক্কাস এমপি, মোহাম্মদ শুক্কুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুল হামিদ, মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী প্রমুখ নেতা।

সভায় বলা হয়, এ বিষয়টি আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, সরকারের ভেতরে অবস্থানকারী তথাকথিত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা জোট সরকারের একটি দলের প্ররোচনাতেই ইতিপূর্বে গৃহীত স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত থেকে সরকার পিছু হটেছে এবং মাদ্রাসাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে মাদ্রাসা কারিকুলাম থেকে কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়কে নির্বাসন দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। আর এভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিউক্লীয় মাদ্রাসার মত গুলাটিপে হত্যা করার বিষয় পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, বিশেষ চক্রান্তকারী মহলটি তাদের একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএনপির উপর থেকে ইসলামী শক্তির সমর্থন সরিয়ে নেয়ার রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেছে। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, মাদ্রাসার ফাজিল কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে অবিলম্বে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষার মান দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর প্রিন্সিপাল আনওয়ার উল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ এক বিবৃতিতে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সম্পর্কিত শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তারা বলেন, পরপর তিনটি শিক্ষা কমিশন এবং কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল-কামিলের জন্য একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে এবং যুগ যুগ ধরে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক ও ধর্মপ্রাণ জনতা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে আসছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও ইতিপূর্বে এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ এই দাবী পূরণ না করে শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সামনে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার ঘোষণা দিয়ে জাতির সাথে প্রতারণা করেছেন। তার এ ঘোষণা ইসলামী শিক্ষা ও দেশের ধর্মপ্রাণ জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে গলাটিপে হত্যা করার শামিল। নেতৃদ্বয় বলেন, দীর্ঘদিন আমেরিকায় প্রবাস জীবনে থাকা বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী যেন এদেশের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আঞ্জুমান-এ-খোদ্দামুল মুসলেমীন

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, গত শুক্রবার দামপাড়াস্থ ইমাম ম্যানসনের সংগঠন কার্যালয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে এবং আগামীকাল (সোমবার) জুমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ ময়দানে দরসুল কোরআন মাহফিল সফল করার লক্ষ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাংবাদিক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব আল্লামা আলহাজ্ব কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব এস এম সিরাজউদ্দীন তৈয়ারী, আলহাজ্ব এইচ এম মুহিবুল হক চৌধুরী, খান এ সবুর, এম নূর আহাম্মদ মিয়া, আব্দুর রহমান মানান, ডাঃ মাওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান বলেন, একটি গোষ্ঠী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। এদের হাত থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে।